দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 JUL 1981
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

৩২শে শ্রাবণ আষাঢ় ১৩৮৮ বাং

001

সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন ঃ কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

ইদানীং সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু ও প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়াটি বেশ লক্ষণীয়। সরকারের উপর মহল থেকে শুরু করে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা-মক্তব এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় এক কথায় দেশের প্রায় প্রতিটি আনাচে-কানাচেই বাংলা ভাষা চালু ও প্রতিষ্ঠা করার আঞ্জাম আয়োজন বেশ জোরেশোরেই চলছে। লক্ষণটি নিংসন্দেহে শুভ। এর ইতিবাচক প্রভাবে অচিরেই বাংলা ভাষা আরো সমৃদ্ধ হবে। তাতে বাড়বে আমাদের গৌরব। আমরা এখন স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলা আমাদের মাতৃ ভাষা; মায়ের ভাষা। বাংলাতে আমরা অনেক আগে থেকেই কথা বলতাম এবং লিখতাম। আমাদের পিতা-মাতা, দাদা-দাদি তথা আমাদের পূর্ব পুরুষগণও এ ভাষাতেই কথা বলতেন এবং লেখা-পড়া করতেন। সুতরাং সার্বিকভাবে বাংলা ভাষার উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা নিংসন্দেহে আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।

তবে ইদানীং বাংলা ভাষাকে নিয়ে যা শুরু হয়েছে তাকে বাড়াবাড়ি বললেও কম বলা হয়। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, বাংলা ব্যতীত অন্য কোন ভাষার চর্চাই যেন রীতিমত অন্যায় এবং পাপ। বিশেষ প্রয়োজনেও যদি দু'লাইন ইংরেজী বলতে হয় বা লিখতে হয় তাও যেন কারো কারো কাছে অপরাধ তূল্য। এতে করে আমরা বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি না করে তাকে অপমানই যেন করছি বেশী। সস্তা জনপ্রিয়তা আর ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার অপতৎপরতায় নিয়োজিত এক শ্রেণীর লোক বাংলা ভাষাকে একটি মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে তুলে নিয়েছেন। দেশের প্রকৃত সমস্যাবলী থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার সনাতনী নোংড়া মানসিকতা সৃষ্টিকারী এই সমস্ত লোকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। যে দেশের শতকরা নিরানব্বই জন লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে; লেখাপড়া করে, সে দেশে বাংলা ভাষা চালু ও প্রতিষ্ঠা করার এত আঞ্জাম আয়োজন দেখে কিছুটা অবাক লাগে বৈকি!

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসনামলে ইংরেজী ভাষার প্রতি তৎকালীন মুসলিম সমাজের অনীহা এবং গোঁড়ামী, পরবর্তীতে যে বেদনাদায়ক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তার কথা পুনরায় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। পাশাপাশি তৎকালীন হিন্দু সমাজ ইংরেজী ভাষা শিখে ইংরেজদের সাথে মিলেমিশে যেভাবে তাদের স্বার্থ উদ্ধার করে নিয়েছে তা কি তাদের জন্য ভুল হয়েছে? নিশ্চয়ই হয়নি। প্রায় ১০০ বছর পরে, আজকের এদিনেও বাংলার প্রচলন এবং ব্যবহার সম্পর্কে যে এক ধরনের গোঁড়ামী এবং ক্ষুদ্র মানসিকতা আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল তার অশুভ প্রভাব আজকে অনুভূত না হলেও নিকট ভবিষ্যতে যে তা সর্ব গ্রাসীর কালো—ছায়া বিস্তার করবে তাতে সন্দেহের অবকাশ সীমিত।

—নাসির উদ্দিন তরফদার

বাংলা ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় সর্বস্তরে চালু, প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন করার পাশাপাশি আমরা যদি আরও অন্ততঃ একটি বিদেশী ভাষা শিখি; চর্চা করি তাকি খুবই দোষের হবে বা অন্যায় হবে? পৃথিবীর সমস্ত উন্নত এবং উন্নয়নগামী দেশেতো মাতৃভাষার সাথে অন্ততঃ একটি (কোন-কোন দেশে দু'টি) বিদেশী ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক। যেমন, ইংল্যাণ্ডে মাতৃভাষা ইংরেজীর পাশাপাশি ফ্রেন্স ও জার্মান ভাষা শিক্ষা যেমন বাধ্যতামূলক তেমনি ফ্রান্সেও ফ্রেন্সভাষার সাথে ইংরেজী ও জার্মান শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এমনকি যে চীন এবং জাপান তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলিকে শুধুমাত্র মাতৃভাষা চর্চ করার জন্য উদাহরণ হিসেবে দাঁড় করানো, হতো তারাও আজ ইংজেরী শিক্ষার জন্য নতুন দুয়ার উন্মোচিত করেছে।

অনুরূপ আমাদের দেশেও বাংলার পাশাপাশি আর যে কোন একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা যুগের তাগিদেই আজ অপরিহার্য। আর সময়ের দাবীতে এক্ষেত্রে ইংরেজীই হবে সে দ্বিতীয় ভাষা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে কোন কারণেই হোক ইংরেজী আজ সাড়া দুনিয়ায় ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। উড়োজাহাজ ও রকেটের আবিষ্কার যেমন মাটি ও অন্তরীক্ষের দূরত্ব ও ব্যবধানকে কমিয়ে বিশবখবচ্চহমাণ্ডকে ছোট করে দিয়েছে তেমনি ইংরেজী আজ সারা দুনিয়ার ৫০০ কোটি মানুষকে একে অপরের কাছে টেনে এনেছে। আজ বাংলাদেশের তেঁতুলিয়ার একজন মানুষ জানতে পারে ম্যাসাচুসেট্সের, অপর একজন কৃষকের ধান চাষ করার কাহিনী। বাংলা ভাষা যদি হয় আমাদের সংস্কৃতি তাহলে ইংরেজী হবে সম্ভবত আমাদের সভ্যতা। সংস্কৃতির মজবুত ভিত্তি ছাড়া যেমন সভ্যতার বিকাশ ঘটে না তেমনি সভ্যতার ব্যাপ্তি ও বিস্তার ছাড়া সংস্কৃতি টিকে থাকে না। অর্থাৎ একটি অপরটির সম্পূরক। বাংলাদেশের প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক নাজমুল করিম অথবা খ্যাতিমান চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ নূরুল ইসলামের লিখিত বই যখন ইংল্যাণ্ড অথবা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে

৪-এর পৃঃ দেখুন